দৈনিক খবর

তারিখ .. 29 MAR 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

ঘিওর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষিকার স্বেচ্ছাচারিতায় পরিচালনা পরিষদ গঠনে জটিলতা

মানিকগঞ্জ, ২৮শে মার্চ (জেলা প্রতিনিধি)।– প্রধান শিক্ষিকার স্বেচ্ছাচারিতার ফলে ঘিওর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ গঠন নিয়ে মারাত্মক জটিলতা দেখা দিয়েছে। এ কারণে ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অভিযোগে জানা যায়, গত ২৭–১১–৯২ ইং তারিখে ঘিওর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ব পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী যথা সময়ে নতুন পরিচালনা পরিষদ সদস্যবৃন্দের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সভাপতি ও সহ–সভাপতি নির্বাচনের জন্য প্রধান শিক্ষিকা গত ২৪–১২–৯২ ইং তারিখে প্রথম সভা আহবান করেন। এই সভায় নির্বাচিত এবং মনোনীত সব সদস্য উপস্থিত হয়ে মন্তব্য বইয়ে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু সভায় প্রধান শিক্ষিকা মিসেস শামসুন্নাহারের পছন্দমত সভাপতি ও সহ–সভাপতি নির্বাচনের সম্ভাবনা না থাকায় তিনি নির্বাচন স্থগিত রাখেন। পরে তাকে বহুবার তাগিদ দিলেও উক্ত মুলতবী সভার কাজ সম্পন্ন করতে গড়িমসি করেন। এ ব্যাপারে বিগত ৫–১–৯৩ ইং তারিখে ঘিওর থানা নির্বাহী অফিসারের কাছে একটি আবেদন করলে নির্বাহী কর্মকর্তা পর পর দু'বার প্রধান শিক্ষিকাকে নির্বাচন দেয়ার তাগিদ দেন। এর কিছুদিন পর ঐ প্রধান শিক্ষিকা একটি মৌখিক নোটিশে সভা আহবান করেন। এই সভায় অধিকাংশ সদস্য একমত হয়ে সভাপতি ও সহ–সভাপতি সাব্যস্ত করে লিখিতভাবে প্রধান শিক্ষিকার কাছে জমা দিলে প্রধান শিক্ষিকা তাতে স্বাক্ষর না করে এবং মন্তব্য বইয়ে কোন প্রকার স্বাক্ষর না দিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অত্র বিদ্যালয়ের সদস্য জনৈক তালেব আলী আগে ২ বার এই বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এ বছরও তাকে সভাপতি নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়ে প্রধান শিক্ষিকা এ ধরনের তালবাহানা শুরু করেছেন, যাতে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে তিনি এডহক কমিটি গঠন করতে পারেন।

এরপর প্রধান শিক্ষিকা সভায় সদস্যরা উপস্থিত হন না এরূপ একটি মিথ্যা অভিযোগ তুলে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে এডহক কমিটি গঠন করার অনুমতি চেয়ে একটি আবেদন করলে চেয়ারম্যান তাতে অনুমতি দিয়েছেন বলে জানা গেছে এবং ইতিমধ্যেই ঐ প্রধান শিক্ষিকা নির্বাচিত সদস্যদের বাতিল করে একটি এডহক কমিটি গঠন করেছেন। এসব অভিযোগসহ পরিচালনা পরিষদের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার দাবীতে নব–নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মোঃ আব্দুল মজিদ গত ৩১–১–৯৩ ইং তারিখে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে একটি আবেদন করলেও অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে ঘিওর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস শামসুন্নাহারের সাথে গত ২৬–২–৯৩ ইং তারিখে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সদস্যদের মধ্যে দলাদলি থাকার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে বোর্ডের অনুমতি নিয়ে এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রংপুর : ধ্বংসপ্রায় একটি বিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন গোপালপুর গ্রামের যুবকরা –লিয়াকত আলী বাদল

গোপালপুর গ্রামঃ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

● লিয়াকত আলী বাদল ●

রংপুর, ২৮শে মার্চ।– একটি বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রায় বিদ্যালয় ভবন পুনঃনির্মাণের প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বদরগঞ্জ থানাধীন গোপালপুর গ্রামের শতাধীক প্রাণচঞ্চল যুবক।

জানা যায়, বদরগঞ্জ থানার গোপালপুর ইউনিয়নের একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুদীর্ঘ ২০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণ করেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। টিনের চালা পড়ে গিয়েছিল খোলা আকাশের নীচে। ক্লাশ করতো বিদ্যালয়ের সাড়ে তিনশ' ছাত্র–ছাত্রী। বহু দেনদরবার লেখালেখি হয়েছে স্কুল ভবনটি মেরামত কিংবা পুনঃ নির্মাণের জন্য। গায়ে লাগাননি শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কিংবা থানা শিক্ষা অফিস। এভাবে চলছিল খোলা আকাশের নীচেপড়াশুনা।

এগিয়ে এলেন গোপালপুর গ্রামের শতাধিক যুবক। নিজেরাই বাড়ী বাড়ী গিয়ে সংগ্রহ করলেন অর্থ। নিজেরা শ্রম দিলেন। তৈরী হলো মাটির দেয়াল এবং বিদ্যালয় ভবন তো তৈরী হলো কিন্তু ভবনের ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াশুনা করার জন্য নেই কোন বেঞ্চ, শিক্ষকদের বসারও নেই কোন চেয়ার টেবিল। সিদ্ধান্ত হলো একশ' যুবক প্রত্যেকে এক পাউন্ড করে রক্ত বিক্রি করবে এবং এ থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে নিজেরাই তৈরী করবে চেয়ার বেঞ্চ। ইতিমধ্যে তারা রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করেছে। হয়তো ঈদের পর তারা সকলেই এক পাউন্ড করে রক্ত বিক্রি করে সংগ্রহ করবে চেয়ার বেঞ্চ। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এহেন আচরণের কারণটি এবং তাদের কাজইবা কি তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে